মাসনূন উমরাহ পদ্ধতি

সম্পাদনা

মোঃ শারফুদ্দিন শরীফ

অনার্স, মাস্টার্স (প্রথম স্থান), এম.ফিল

আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কামিল, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা

পিএইচডি গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

AL IMAAN
INSTITUTE

আল-ঈমান ইনস্টিটিউট

মাসনূন উমরাহ পদ্ধতি

মোঃ শারফুদ্দীন শরীফ

প্রকাশক : তানযীল পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২৫

বর্ণবিন্যাস : কামরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : আবদুল্লাহ নোমান

মূল্য : ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)

ব্যক্তিগত তথ্য

নামঃ .....

পিতার/স্বামীর নামঃ .....

পাসপোর্ট নম্বরঃ .....

মোবাইল নম্বরঃ .....

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	উমরাহ পরিচিতি	৫
২.	উমরাহ সফরের প্রস্তুতি	৮
৩.	সফরের সুন্নাহ ও আদবসমূহ	১২
৪.	উমরাহ-এর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত	১৫
৫.	ইহরাম	১৬
৬.	তাওয়াফ	২১
৭.	সাঈ’	৩০
৮.	ক্বসর বা হলক্ব	৩৫
৯.	বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীর আদব	৩৮
১০.	মক্কায় দর্শনীয় স্থান	৪১
১১.	মদীনায় দর্শনীয় স্থান	৪৫
১২.	জানাযার সলাত	৪৯
১৩.	উমরাহ্ সফরের গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ	৫১
১৪.	মক্কা-মদিনায় দোয়া কবুলের স্থান	৫৬
১৫.	উমরাহ্ সফরে প্রয়োজনীয় দু’আ	৫৯

প্রথম অধ্যায়

উমরাহ পরিচিতি

উমরাহ হলো ইসলামের একটি বিশেষ ইবাদত, যা বছরে যেকোনো সময় পালন করা যায়। উমরাহ পালনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যেমন- ইহরাম বাঁধা, কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়া সাঈ করা এবং মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা ইত্যাদি।

উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করা বা "পরিদর্শন করা"। শরীয়তের পরিভাষায়, উমরাহ হলো ইহরাম অবস্থায় কাবার চারপাশে তাওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করা। উমরাহ হজ্জের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তবে হজ্জ একটি নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয়, আর উমরাহ যেকোনো সময় আদায় করা যায়।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে ওমরাহ এর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর' (বাক্বারাহ-১৯৬)।

এ আয়াতটি হজ্জ ফরয হওয়ার পাশাপাশি ওমরাহ ফরয হওয়ারও দাবী রাখে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী ও ওলামায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহর মেহমান

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেছেন, তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহর কাছে যা চাইছে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিচ্ছেন। (ইবনে মাজাহ, ২৮৯৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ এবং উমরা পালন।

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"হা, নারীদের উপর জিহাদ ফরয। তবে এ জিহাদে কোন মারামারি ও সংঘাত নেই। আর সেটা হলো হজ্জ ও উমরা পালন করা। (আহমাদ, ২৪৭৯৪)

উমরাহ্ দারিদ্রতা দূর করে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন কর। কেননা হজ্জ ও উমরা উভয়টি দারীদ্রতা ও পাপরাশিকে দূরীভূত করে যেমনিভাবে রেত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরিচা দূর করে দেয়। আর মাবরূর হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত।" (তিরমিযী, ৮১০)

উমরাহ্ গুনাহ মাফ করে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক উমরা থেকে অপর উমরা পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মাফ হয়ে যায়। আর মাবরূর হজ্জের বিনিময় নিশ্চিত জান্নাত। (সহীহ আল-বুখারী, ১৭৭৩)

উমরাহ-এর অন্যান্য গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

গুনাহ মাফ

উমরাহ এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাজ করে যা হাদিস থেকে জানা যায়।

আত্মিক পরিশুদ্ধি

উমরাহ পালনের মাধ্যমে বান্দা আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের সুযোগ পায়। মক্কা নগরীর পবিত্র পরিবেশে ইবাদত পালনের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

উমরাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। এই ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সামাজিক বন্ধন

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলিমদের সাথে পরিচিত হওয়া ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির সুযোগ হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বাড়ে।

জীবনকে উপলব্ধি করা

উমরাহ পালনের মাধ্যমে জীবনের মূল্যবোধ, পরকাল এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি আসে।

হজের প্রস্তুতি

যারা হজ্জ পালন করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য উমরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ইবাদত হতে পারে।

সওয়াব ও নেকী অর্জন

উমরাহ পালনের মাধ্যমে অগণিত সওয়াব ও নেকী অর্জন করা যায়, যা আখিরাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:

মক্কা ও মদীনা মুসলিম ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং উমরাহ পালনের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

পারিবারিক বন্ধন

উমরাহ পালনের জন্য পরিবার বা প্রিয়জনদের সাথে যাওয়া হলে পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

সংক্ষেপে, উমরাহ মুসলিম জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আত্মিক ও শারীরিক পরিশুদ্ধি, গুনাহ মাফ, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সামাজিক বন্ধন এবং জীবনের গভীর উপলব্ধি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাৎপর্য বহন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমরাহ সফরের প্রস্তুতি

যে কোনো সফরের জন্যই প্রস্তুতির প্রয়োজন। শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি একটি সফল সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উমরাহ-এর সফরের জন্য তাই প্রস্তুতি অনস্বীকার্য।

সফর সামগ্রীর চেকলিস্ট (পুরুষ ও মহিলা)

পরিধেয় কাপড় সামগ্রী

১	পুরুষদের সাদা ইহরাম কাপড় (সুতি/টাওয়েল)	১ সেট
২	ইহরাম কাপড় বাঁধার কোমর বেল্ট	১ টি
৩	পাঞ্জাবী/জুব্বা -পায়জামা	৩/৪ সেট
৪	মহিলাদের পাতলা সুতি সালওয়ার-কামিজ জামা/ম্যাক্সি	৩/৪ সেট
৫	মহিলাদের বোরকা ও হিজাব/খিমার	৩/৪ টি
৬	গামছা/পাতলা টাওয়েল	১ টি
৭	সেন্ডেল (ইহরামে ২ফিতা ও অন্য সময়ে চামড়ার সেন্ডেল)	২ জোড়া
৮	মহিলাদের লেডিস ন্যাপকিন ও হাত-পায়ের ছোট মোজা	

৯	সৌদি রিয়াল	প্রয়োজন অনুসারে
১০	বড় চাকাযুক্ত ট্রাভেল ব্যাগ (২৮/২৬ ইঞ্চি সাইজ)	১ টি
১১	ছোট কাঁধ ব্যাগ, ঘার ব্যাগ, পলিথিন ব্যাগ	১ টি
১২	ছোট ছাতা ও চশমা	১ টি
১৩	মেলামাইন প্লেট ও গ্লাস/মগ	১ টি

ঔষধ সামগ্রী

১৪	প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পুরো সফরের ঔষধ	
১৫	এ্যান্টিবায়টিক জ্বর-কাশি (এজিথ্রমাইসিন/সিপ্রফ্লক্সাসিন)	১ পাতা
১৬	জ্বর এবং সর্দি ও কাশি এর ঔষধ	১ পাতা
১৭	এসিডিটি এর ঔষধ	১ পাতা

ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী

১৮	স্মার্ট মোবাইল ফোন ও চার্জার	১ টি
১৯	মিনি সাইজ ওয়াটার হিটার, লন্ড্রি, মাল্টিপ্লাগ	
২০	মোবাইল এ্যাপস: imo, Messenger, Botim	
২১	সকল কাগজের মুলকপি ও ফটোকপি (এনওসি/জিও, এনআইডি, পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট)	২ কপি করে
২২	নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সকল কিছু	
২৩	অর্থ সহ কুরআন, উমরাহ্ ও দুয়া বই	১ কপি করে

দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ক. উমরাহ্ এর নিয়মকানুন বিষয়ক একটি ভাল বই পড়ুন এবং তালবিয়াসহ জরুরি দু'আগুলো অর্থসহ মুখস্থ করে নিন।

খ. জীবন পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, যেন হাদীসে বর্ণিত ফযীলত 'সে যেন সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফিরে এল' এর জীবন্ত নমুনা হওয়া যায়।

ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকুন

ঝগড়া-বিবাদ করা সব সময়ের জন্য গর্হিত কাজ। তথাপি এই বরকতময় সফরে এর ভয়াবহতা আরো গুরুতর। কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে অনেকে ধৈর্যধারণ করতে পারেন না। যেমন-

- ❑ বাসের সিট নিয়ে।
- ❑ খাবার নিয়ে।
- ❑ গ্রুপ লিডারের আচরণে কষ্ট পেলে কিংবা তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে।
- ❑ হোটেল নির্বাচন ও থাকার জায়গা নিয়ে।

এজন্য কোনো অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা পাওয়া যাবে।

কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন

সফরের সঙ্গীগণ তো আল্লাহর ঘরের মেহমান। এছাড়াও যারা হারাম শরীফে আছেন, তারা সেখানকার অধিবাসী। অতএব সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমার কোনো কর্ম-আচরণ দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট না পায়।

প্রয়োজনীয় খরচে কার্পণ্য করবেন না

কৃপণতা সবসময়ের জন্য অতি নিন্দনীয় স্বভাব। বিশেষ করে হজ-উমরার সফরে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হজের জন্য অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর রাস্তায় খরচের সমতুল্য। এতে এক দিরহামের বিনিময়ে সাতশ দিরহামের সওয়াব অর্জিত হয়। (ইবনে আবী শাইবা, ১২৮০৩)

অতএব প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে একেবারে হাত গুটিয়ে না রেখে সাধ্যমত খরচ করুন। পাশাপাশি সফরসঙ্গীদের সেবার মানসে ব্যয় করতে পারলে তা অতি উত্তম।

তৃতীয় অধ্যায়

সফরের সুন্নাহ ও আদবসমূহ

সফরের সুন্নাহ ও আদবসমূহ নিম্নরূপ:

- ❑ সফরের পূর্বে বিশুদ্ধ নিয়ত করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও ভালো কাজের নিয়তে সফর করা। সূরা যুমার; ৩৯:২
- ❑ সফরে বের হওয়ার পূর্বে সফর স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ভালো মানুষদের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নেওয়া। তিরমিযী-৩৪৪৫
- ❑ সফরে যাওয়ার আগে পরিবারের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ও সফরের জন্য হালাল পাথেয় সাথে নেওয়া। মুসলিম-১০১৫
- ❑ অসিয়তযোগ্য সম্পদ বা কোন দেনা-পাওনা থাকলে অসিয়ত লিখে রেখে সফরে বের হওয়া। বুখারী-২৭৩৮
- ❑ পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাঁদের অনুমতি নিয়ে এবং মহিলা হলে সাথে একজন মাহরাম (দাদা, নানা, বাবা, মামা, শ্বশুর, ভাই, ছেলে, বোনের ছেলে, মেয়ের স্বামী, নাতি, দুধ বাবা, দুধ ভাই) নিয়ে সফর করা। বুখারী-১৮৬২।
- ❑ সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তাঁরই উপর এবং আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া কারোর ভালো কর্ম করার এবং খারাপ কর্ম থেকে ফিরে আসার সামর্থ্য নেই"। আবু দাউদ-৫০৯৫

সফরকালীন অবস্থায় সুন্নাহ ও আদবসমূহ

- ❑ তিনের অধিক ব্যক্তি একসাথে সফর করলে একজনকে আমীর বানানো ও আমীরকে মান্য করা। আবু দাউদ-২৬০৮
- ❑ সিঁড়ি বা লিফট বা উঁচু ভূমিতে উপরে দিকে ওঠার সময় বলা 'আল্লাহু আকবার' ও নিচে নামার সময় বলা 'সুবহানাল্লাহ'।
- ❑ পরিবহনে উঠার সময় 'বিসমিল্লাহ' ও আসনে বসার সময় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। বুখারী-২৯৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

ইহরাম

ইহরাম

ইহরামের মাধ্যমে উমরাহ্ এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হারাম করা। হজ্জ অথবা উমরাহ অথবা উভয়টা পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ শুরু করলে তাদের উপর কতিপয় হালাল ও জায়েয বস্তুও হারাম হয়ে যায়। একারণেই এ-প্রক্রিয়াটিকে ইহরাম বলা হয়।

ইহরাম বাধার সময়

হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করলে ইহরাম ব্যতীত নির্দিষ্ট সীমারেখা মীকাত পার হওয়া যায় না। বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার সময় বিমানে থাকা অবস্থাতেই মীকাত এসে যায়।

মীকাত নিকটবর্তী হলে বিমানে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা হাজি সাহেবদেরকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেন। সে সময়ই ইহরামের নিয়ত করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতের পূর্বে ইহরামের নিয়ত করেননি।

তবে বিমানে আরোহণের পূর্বেই ইহরামের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিবেন। শুধুমাত্র নিয়তটা বাকি রাখবেন। বিমানে আরোহণের পূর্বেও ইহরামের নিয়ত করতে পারেন, তবে তা খেলাফে সুন্নত। আপনি যদি প্রথমে মদিনায় যাওয়ার নিয়ত করে থাকেন তাহলে এসময় ইহরামের নিয়ত করার দরকার নেই। কেননা মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আরেকটি মীকাত পড়বে, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেই চলবে।

ইহরাম যেমন হওয়া প্রয়োজন

- ইহরাম অবস্থায় সকল পুরুষ একই রকমের পোশাক পরিধান করেন, যাতে করে ধনী-গরীবে ও রং-বর্ণে কোনো ভেদাভেদ না থাকে। ইহরাম মানুষের মাঝে জাতি, শ্রেণী ও সংস্কৃতির পার্থক্য দূর করে দেয়।
- পুরুষের ইহরামের পোশাক; সেলাইবিহীন দুই খণ্ড সাদা কাপড়। যে এক খণ্ড কাপড় দিয়ে শরীরের উপরের অংশ আবৃত করা হয় তাকে বলে 'রিদা', আর যে এক খণ্ড কাপড় দিয়ে শরীরের নিচের অংশ আবৃত করা হয় তাকে 'ইজার' বলে।

- ❒ মহিলাদের ইহরামের আলাদা কোন পোষাক নেই। তারা সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক যে কোন রংয়ের পোশাক পরিধান করতে পারেন যা হবে পবিত্র, শালীন ও ঢিলাঢালা তবে খুব রংচংয়ে ও আকর্ষণীয় পোষাক যেন না হয়। এবং ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে অবশ্যই যথাযথ পর্দা করতে হবে।

ইহরামের পদ্ধতি

- ❒ ইহরামের কাপড় পরিধানের আগে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিবেন- নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করা ও গোঁফ ছোট করা। তবে দাড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার এই কাজগুলো করা মুস্তাহাব।
- ❒ এরপর গোসল করবেন, আর গোসল করা সম্ভব না হলে ওযু করবেন। (মুসলিম, ২৭৯৯)
- ❒ পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরার আগে চুলে তেল বা তালবীদ দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরামের কাপড় পরার পর আর পারবেন না। সুগন্ধী যেন ইহরামের কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লেগে গেলে তা ভালে করে ধুয়ে ফেলবেন। (বুখারী, ১৫৩৬)
- ❒ মেয়েরা মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন। নেকাব দ্বারা মুখমণ্ডল সবসময় ঢেকে রাখা যাবে না। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন মুখমণ্ডল আবৃত করতে পারবেন। আবু দাউদ-১৮২৫
- ❒ পুরুষরা ইহরামের কাপড় এমনভাবে পরবেন যাতে নাভির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে কাঁধ ও শরীর ঢেকে থাকে। প্রয়োজনে বেল্ট ও সেফটিপিন ব্যবহার করবেন।
- ❒ ইহরামের কাপড় পরা তথা 'ইহরাম বাঁধা'র জন্য আলাদা কোন সলাত নেই। উত্তম সুন্নাহ পদ্ধতি হলো; যে কোন ফরয সলাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পরা তারপর ফরয সলাত আদায় করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরয সলাত আদায়ের পূর্বে ইহরাম বেঁধেছিলেন অতঃপর ইহরাম করেছিলেন।
- ❒ তবে অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে ২ রাকাআত সলাত আদায় করা যেতে পারে। এই ২ রাকাআত সলাত কি ইহরামের সলাত না তাহিয়্যাতুল ওযুর সলাত নাকি সাধারণ নফল সলাত; এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ

আছে। তবে বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি তাহিয়্যাতুল ওযু বা সাধারণ নফল সলাত হিসাবে বিবেচিত হবে। ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন সলাত না পড়া হয় বা সুযোগ না পাওয়া যায় তাতেও কোন সমস্যা নাই। সলাতের পর উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা নিয়ত না করে বিমানে উঠবেন, যেহেতু এখনো মীকাত পৌঁছেননি সেহেতু তালবিয়াহ পাঠ থেকে বিরত থাকুন। (বুখারী, ১৫৪৬, তিরমিযী, ৮১৮১)

- ❒ মীকাতের কাছাকাছি যখন পৌঁছাবেন তখন ইহরাম করার তথা উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা নিয়ত করার জন্য প্রস্তুতি নিবেন। পুরুষরা শরীরে কোন কাপড় থাকলে তা খুলে রাখবেন, মাথা থেকে টুপি সরিয়ে ফেলবেন। তবে শীত নিবারনের জন্য গায়ে চাদর বা কম্বল ব্যবহার করতে পারেন। পায়ে এমন সেন্ডেল পড়ুন, যাতে পায়ের উপরের অংশের হাঁড়সমূহ মোটামুটি খোলা দেখা যায় এবং পায়ের গোড়ালী যেন উন্মুক্ত বা খোলা থাকে। তবে মহিলারা পায়ে মোজা বা জুতো পরে থাকতে পারবেন। (ইবনে মাজাহ, ২৯৩২)
- ❒ যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছবেন তখন শুধু উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন। আপনি বলুন:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"আমি উমরাহ করার জন্য উপস্থিত"।

- ❒ এবার স্বশব্দে তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়াহ পাঠ শুরু করবেন এবং মসজিদে হারামে তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত এই তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

"আমি উপস্থিত", হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত"। উপস্থিত", তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই"। (বুখারী, ১৫৪৯, মুসলিম, ২৭০১, তিরমিযী, ৮২৬)

- ❒ তালবিয়াহ একটু হালকা উচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। তবে তালবিয়াহ খুব উচ্চস্বরে বা দলবদ্ধ সমস্বরে পাঠ করবেন না যা অন্যদের সমস্যার কারণ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাওয়াফ

তাওয়াফের সাধারণ অর্থ হলো, বায়তুল্লাহ আবর্তন করা বা চক্কর দেওয়া। কাবাঘরের চারপাশে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

কাবাঘর তাওয়াফ করার প্রতিদান অপরিসীম। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ঘরই ছিল কাবা। পৃথিবীর আর কোনো ঘরকে তাওয়াফ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশনা দেননি। তাওয়াফের সময় করা দু'আ আল্লাহ কবুল করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তাঁরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে। সূরা-আল বাকারাহ, ২:১২৫

তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাওহীদ এর স্বীকৃতি প্রকাশ পায়।

যদিও ইসলামের বেশিরভাগ উত্তম কাজ ডান থেকে শুরু বা ডান থেকে বামে করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কাবা ঘর তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে বাম ধার ধরে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং দেহের রক্ত চলাচল বাম থেকে ডানে হয়।

হজ্জ ও উমরাহ উভয় ইবাদতের জন্যই তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক। হজ্জ বা উমরাহ পালনকারীকে যে কোনো উপায়ে পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হয়। নাসাঈ-২৯২৫

ঋতুবতী মহিলাদের তাওয়াফ করা নিষেধ; তারা অপেক্ষা করবেন। ঋতু শেষে ফরজ গোসল দিয়ে ফের কোন মীকাতে না গিয়ে (যেহেতু ইহরাম করেই এসেছেন) তাওয়াফ করে নিবেন অতঃপর সাঈ করবেন। বুখারী-১৬৫০

কাবা ঘর সংলগ্ন একটি স্থান রয়েছে যার নাম হাতিম/হিজর, কাবা ঘরের উত্তর দিকে কাবা সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার এই উঁচু দেয়ালটি কাবা ঘরেরই অংশ। এই হাতিমের মধ্য দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না।

তাওয়াফের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব
তাওয়াফ (মাতাফের মধ্যে)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.২৮ কি.মি ও ১.৯৬ কি.মি
তাওয়াফ (মসজিদের বিভিন্ন তলায়)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.৫৬ কি.মি ও ৩.৯২ কি.মি.

- ❒ সাধারণত এশার সালাতের ১ ঘন্টা পরে বা মধ্যরাতে বা সকাল ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে তাওয়াফ করা ভালো। এতে আপনি সালাতের সময়ে তাওয়াফ করা, সূর্যের তাপ ও অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে পারবেন।
- ❒ তাওয়াফের পূর্বে পানি কম করে পান করলে ভাল হয়। তাওয়াফের আগে টয়লেট/বাথরুম সেরে নেওয়া উত্তম। সঙ্গে মাসনুন দু'আ-র বই নেওয়া যেতে পারে।
- ❒ তাওয়াফ করার সময় জুতা বহন করার জন্য ছোট কাপড়ের ব্যাগ/কাধ ব্যাগ সঙ্গে নিবেন। মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে সাথে নিবেন অথবা সাইলেন্ট মোডে দিয়ে রাখবেন। আপনার হোটেল বা বাড়ির ঠিকানা কার্ড সঙ্গে নিবেন।
- ❒ তাওয়াফের সময় ভিড়ের মধ্যে শান্ত থাকবেন। দরকার হলে কারো হাত ধরে রাখবেন। তাড়াহুড়া করে বা ঠেলাঠেলি করে তাওয়াফ করতে গিয়ে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দেবেন না।
- ❒ সবাই দলবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করার চেয়ে ছোট ছোট দল হয়ে তাওয়াফ করাই উত্তম। কারণ সবার গতি এক নয় আর মনযোগ আল্লাহর যিকির করার চেয়ে দলের প্রতি থাকবে বেশি। তবে হারিয়ে যাওয়ার খুব ভয় থাকলে ভিন্ন কথা।
- ❒ তাওয়াফের প্রথম দিনই হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার চেষ্টা করবেন না। সাথে মেয়েরা থাকলে খুব কাবা ঘর ঘেঁষে বা কাছ দিয়ে তাওয়াফ করতে যাবেন না।

সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত সলাত আদায় করবেন। কিন্তু যদি মাকামে ইবরাহীমের চারপাশ দিয়ে মানুষজন তাওয়াফ করতে থাকে তবে তাদের তাওয়াফে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত সলাত আদায় করবেন। এ সলাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া সুন্নাত। (তিরমিযী-৮৬৯)

এই নামাজ তাওয়াফের কোন অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত। (বুখারী-১৬১৬, ১৬২৩, ১৬২৮)

মসজিদুল হারামে সলাত পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পুরুষ-নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা পুরুষ সরাসরি নারীর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে না।

এবার জমজম কুপের পানির ট্যাপ বা কন্টেইনারের কাছে গিয়ে কিছু পানি পান করবেন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমজমের পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছেন এবং তিনি মানুষদের সাথে কথা বলছিলেন এমন অবস্থায় পানি পান করেছেন। জমজমের পানি কয়েক ঢোকে পান করা উত্তম। খুব ঠান্ডা পানি পান না করে নরমাল (Not cold) পানি পান করবেন। নাসাঈ-২৯৬৪

জমজম পানি পবিত্র এবং পৃথিবীর সর্বোত্তম পানি। এই পানি ক্ষুধা নিবারক ও রোগের শেফা করে। জমজমের পানি পান করার আগে মনে মনে দু'আ ও উপকার লাভের আশায় পান করলে তা অর্জিত হবে ইনশা-আল্লাহ। ইবনে মাজাহ-৩০৬২

তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি

- ❒ ফযীলত ও বরকতের আশায় কাবা ঘর ও মাকামে ইবরাহীমের দেয়াল জামা-কাপড় দিয়ে মোছা বা হাত বুলানো।
- ❒ তাওয়াফের জন্য গোসল করা বাধ্যতামূলক মনে করা।
- ❒ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সলাত পড়া।
- ❒ হাজরে আসওয়াদে তাওয়াফের তাকবীরের সময় উভয় হাত উঁচু করা এবং শব্দ করে হাতে চুমু খাওয়া অতঃপর হাত কপালে ও বুকে স্পর্শ করা।
- ❒ ৭ চক্করের জন্য ৭টি আলাদা আলাদা দু'আ মুখস্থ করে পাঠ করা।

- ❒ সম্মিলিত বা দলবদ্ধভাবে তাওয়াফ করার সময় দলনেতার নেতৃত্বে জোরে জোরে পুরুষ ও মহিলা একসাথে দু'আ পাঠ করা।
- ❒ ইয়েমেনী কর্ণার রুমাল বা পড়নের কাপড়ের নিচ প্রান্ত ধরে স্পর্শ করা
- ❒ ক্যামেরা/মোবাইল হাতে নিয়ে তাওয়াফ করা বা ভিডিও করা বা লাইভ করা। তবে মোবাইল বা ট্যাব হাতে নিয়ে কুরআন বা দু'আ পড়লে আপত্তি নেই।
- ❒ শামি কর্ণারে ও ইরাকী কর্ণারে চুম্বন করা বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
- ❒ বৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্য তাওয়াফ করা যে সকল গুনাহ পানিতে ধুয়ে যাবে।

বাইতুল্লাহ পরিচিতি

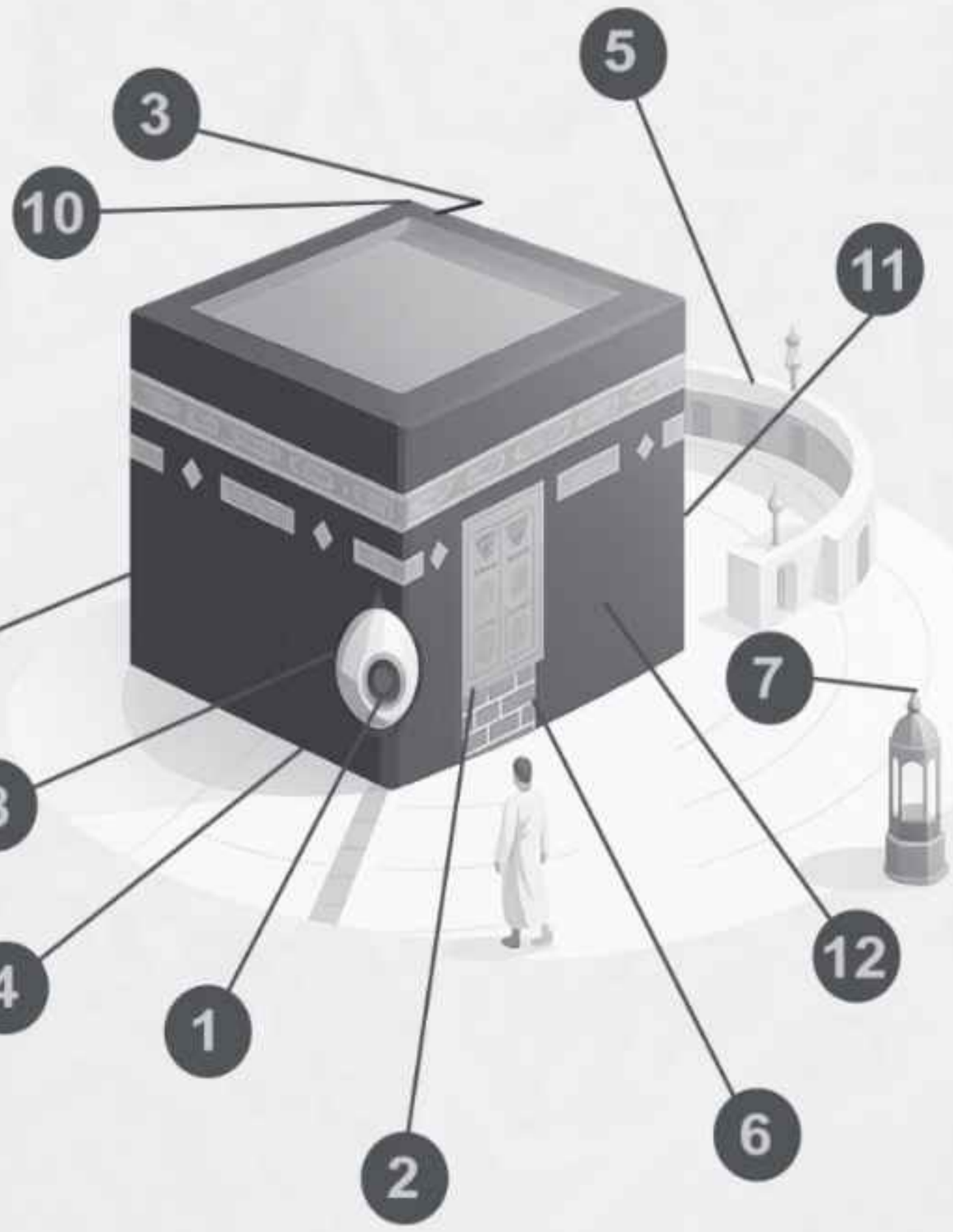

১. হজরে আসওয়াদ
২. কা'বার দরজা
৩. মিযাব (মিযাবে রহমত)
৪. শাযারওয়ান
৫. হজরে ইসমাঈল (হাতিম)
৬. মুলতাযাম
৭. মাকামে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম
৮. রুকনে হজরে আসওয়াদ
৯. রুকনে ইয়ামনি
১০. রুকনে শামি
১১. রুকনে ইরাকি
১২. কাবার চাদর

সপ্তম অধ্যায়

সাঈ'

সাঈ'র পরিচয় ও তাৎপর্য

- ❒ সাঈ অর্থ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে হাঁটা বা দৌড়ানো।
- ❒ কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাফা পাহাড় এবং পূর্ব-উত্তর দিকে মারওয়া পাহাড় অবস্থিত। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সাঈ করার স্থানকে মাস'আ বলা হয়। দুই পাহাড়ের উপর গম্বুজ নির্মিত আছে।
- ❒ বেজমেন্ট/প্রথম তলা/দ্বিতীয় তলা/ছাদের উপরও প্রয়োজনে সাঈ করা যায়। তবে সাফা মারওয়ার মাস'আ এলাকার বাইরে দিয়ে সাঈ করা যাবে না।
- ❒ প্রাচীন সাফা ও মারওয়া পাহাড় কাঁচের ঘেরা দিয়ে সংরক্ষিত আছে। সাঈ করার সময় এই পাহাড় দেখা যায়। সাঈ'র সময় দু'আ কবুল হয়।
- ❒ হাজেরা (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর ইতিহাসের প্রতিফলনে সাঈ করা। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, সংগ্রাম ও ধৈর্য্যের সাদৃশ্য ঘটায়।
- ❒ পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে করে সাঈ করা যাবে। হুইল চেয়ারে সাঈ করার জন্য মাঝখানে একটি রাস্তা নির্ধারণ করা আছে। সাঈ করার জন্য ওযু করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে মুস্তাহাব। সাঈ করার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সবুজ আলো চিহ্নিত স্থান আছে যেখান দিয়ে শুধু পুরুষদের দৌঁড়ানোর মতো করে দ্রুত হাঁটতে হয়।
- ❒ তাওয়াফের পরপরই সাঈ করতে হবে। তাওয়াফের আগে সাঈ করা যাবে না। কেউ ভুলে আগে সাঈ করে ফেললে উমরাহর ফরজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ার কারণে উমরাহ বাতিল হয়ে যাবে।
- ❒ সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে অথবা মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম করা অনুমোদিত, এমনকি সেটা যদি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়ও হয়। মাঝে জমজমের পানিও পান করা যাবে।
- ❒ ঋতুবতী মহিলারা সাঈ করতে পারবেন, কারণ সাঈ এলাকা মসজিদুল হারামের কোনো অংশ নয়। তবে মসজিদুল হারামের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। সাঈ করা উমরাহর একটি ফরয কাজ। (বুখারী-১৬৪৩)

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব
সাঈ	সাফা পাহাড়	মারওয়া পাহাড়	০.৪২ কি.মি ও ২.৯৪ কি.মি

সাঈ'র পদ্ধতি

- ❒ সাঈ করার জন্য মনে ইচ্ছা/নিয়ত পোষণ করাই যথেষ্ট। সাঈ করতে যাবার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ পাথর 'ইস্তিলাম' (চুম্বন-স্পর্শ) করা উত্তম তবে ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই, সরাসরি সাফা পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে পড়ুন। তবে এ সময় হাজরে আসওয়াদ পাথরের দিকে হাত তুলে ইশারা করা বা তাকবীর বলার কোন বিধান নেই। নাসাঈ-২৯৭৪

- ❒ সাফা পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা কাছাকাছি পৌছে এই দু'আটি শুধুমাত্র একবারই পড়বেন: সূরা-আল বাকারা, ২.১৫৮, তিরমিযী-৮৬২, নাসাঈ-২৯৭৪

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।চ

- ❒ এবার কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে দুআ/মুনাজাত করার মত এই দু'আটি তিনবার পাঠ করবেন:

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন"। (নাসাঈ-২৯৭৪)

- ❒ পদ্ধতি এমন হবে যে, প্রথমে তিন তাকবীর দিবেন অতঃপর উক্ত দু'আটি একবার পাঠ করে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য আরও কিছু দু'আ করবেন। ফের উক্ত দু'আটি পড়ে আবার অন্যান্য কিছু দু'আ পড়বেন। শেষে আর একবার এভাবে দু'আ পড়বেন। অর্থাৎ তিন বার এভাবে করবেন। (নাসাঈ-২৯৭২)
- ❒ দু'আ শেষ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করবেন।
- ❒ সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাতের ডানের রাস্তা দিয়ে স্রোতের সাথে দলে দলে হাঁটা শুরু করবেন। সাঈ করার সময় তাওয়াফের মতো দু'আ করতে পারেন। আপনি চাইলে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, যিকর, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দু'আ পাঠ করার বিধান নেই।
- ❒ সাফা পাহাড় থেকে কিছু দূর এগিয়ে উপরে সবুজ আলোর লম্বা বাতি দেখবেন। এই সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে শুধু পুরুষরা রমল এর মত করে দৌড়াবেন। সবুজ আলো অতিক্রম করার পর আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। সাঈ করার সময় যতবারই এই সবুজ আলোর জায়গার মধ্য দিয়ে যাবেন ততবারই দৌঁড়াবেন। কিন্তু মহিলারা এখানে দৌড়াবেন না বরং সবসময় স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। সহিহ আল বুখারী-১৬১৭
- ❒ সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময় এই দু'আটি পড়বেন:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বাধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।চ ইবনে শায়বাহ-৩/৪২০, তাবারানী-৮৭০

- ❒ সাফা থেকে হেঁটে মারওয়া পাহাড় এসে পৌঁছলে ১ বার দৌড়ান সম্পন্ন হল। মারওয়া পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে উপরোক্ত বড় দু'আটি ৩ বার পড়ুন; ঠিক একই পদ্ধতিতে যেমন সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শুধু এখন ৩ তাকবীর দিবেন না। এবার পুনরায় মারওয়া থেকে সাফার দিকে হাঁটা শুরু করবেন এবং মাঝখানে সবুজ জায়গাটুকুতে দৌড়ে পার হবেন। মারওয়া

- ❒ সাঈ শেষ করে দুই রাকাআত সলাত আদায় করা।
- ❒ সলাতের ইকামাত হওয়ার পরও সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ চলমান রাখা।
- ❒ দলের সামনে দলনেতা কর্তৃক দু'আ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা এবং সে অনুসারে দলের সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে সেই দু'আ পাঠ করা।
- ❒ **একটি সতর্কতা:** তাওয়াফ বা সাঈ করার সময় হুইল চেয়ার থেকে সতর্ক থাকবেন কারণ অনেকে জোরে হুইল চেয়ার চালিয়ে এসে পায়ের পিছনে ঠোকা লাগিয়ে দেন ফলে পা জখম বা কেটে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



অষ্টম অধ্যায়

ক্বসর বা হলক্ব

কসর/হলক্ব এর তাৎপর্য

- ❒ সাঈ শেষ করার পর মাথার সব অংশ থেকে সমানভাবে ছোট করে চুল ছেঁটে (কসর) ফেলতে পারেন। তবে পুরো মাথা মুড়ানো বা সেভ করা (হলক) উত্তম কাজ। টাক মাথার লোকও খালি মাথা ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে সেভ করে নিবে।
- ❒ আল্লাহ বলেন, "তোমরা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাথা মুণ্ডন করে ও চুল কেটে নির্ভয়ে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ কর। সুরা আল-ফাতহ- ৪৮:২৭
- ❒ রাসূল (সা) বলেছেন, "হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। সাহাবীরা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি বললেন, হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। তারা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি তৃতীয়বার বললেন, হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করে দাও। এরপর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও মাফ করে দাও।" বুখারী-১৭২৮
- ❒ মহিলারা সমস্ত মাথার চুল একসাথে ধরে চুলের অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে। মহিলাদের মাথা মুড়ানোর (হলক্ব) কোন বিধান নেই।
- ❒ উমরাহর সময় কসর/হলক্ব করা ওয়াজিব। প্রয়োজনে নিজের চুল নিজে কেটে ফেলা যায়। কিংবা একে অন্যের চুল কেটে ফেলা যায় এক্ষেত্রে চুল কর্তনকারীর চুল আগে কাটা হওয়া লাগবে এমন কোন শর্ত বা নিয়ম নেই। নাসাঈ-২৯৮৭
- ❒ মসজিদুল হারামের আশেপাশে পুরুষদের অনেক চুল কাটার সেলুন পাওয়া যাবে। ১০-১৫ রিয়াল এর মধ্যে চুল কাটার কাজ হয়ে যায়।
- ❒ চুল কাটার মাধ্যমে আপনার ইহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা শেষ হলো। এবার ইহরামের কাপড় খুলে ফেলবেন ও গোসল করে নিতে পারেন। আপনার উমরাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আপনি সাধারণ পোশাক পরতে পারবেন।
- ❒ আল্লাহ তাআলা যে আপনাকে উমরাহ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন সে জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন।

নবম অধ্যায়

বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীর আদব

বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীর আদব নিম্নরূপ:

- ❒ প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।
- ❒ মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়তে হবে।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর। হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন।

- ❒ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে প্রথমে তাওয়াফ করা সুন্নত, তাওয়াফের নিয়ত না থাকলে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়তে হবে।
- ❒ ধাক্কাধাক্কি না করে যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই আদবের সাথে বসতে হবে।
- ❒ নারী পুরুষ পাশাপাশি নামাজ আদায় করা যাবে না, সরাসরি নারীদের পেছনে পুরুষরা নামাজ আদায় করবে না।
- ❒ মসজিদে খোলা পরিবেশে না ঘুমানো উত্তম। কোন কারনে ঘুমালে পর্দার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।
- ❒ জুতা বা স্যান্ডেল সতর্কতার সাথে মসজিদের সেলফে রাখতে হবে।
- ❒ সলাতের সময় কাতার সোজা করতে হবে, সামনের কাতার পূরণ করতে হবে।
- ❒ ছেলেদের সতরের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে, টাখনুর উপরে কাপড় থাকতে হবে। মেয়েদের পরিপূর্ণ পর্দা মেইনটেইন করতে হবে।
- ❒ মসজিদের স্কেলেটরে চড়ার সময় বয়স্কদের দিকে সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।
- ❒ দরজার সামনে অযথা ভিড় করা যাবে না। অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বা গল্প করা যাবে না।

দশম অধ্যায়

মক্কায় দর্শনীয় স্থান

বায়তুল্লাহ

কাবাঘর আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর প্রথম ঘর। এ ঘরকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। হজ-উমরার মূল আকর্ষণ এ ঘর। সর্বপ্রথম ফেরেশতা কর্তৃক এ ঘর নির্মাণ হয়ে আদম (আ.), ইবরাহিম (আ.) ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘরের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

সাফা-মারওয়া পাহাড়

কাবাঘর থেকে পূর্ব দিকে দুটি উঁচু পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে কাবার দিকে তাকালে বামের পাহাড়টি সাফা পাহাড় আর ডানের পাহাড়টি মারওয়া পাহাড়।

মাকামে ইবরাহিম

কাবাঘর নির্মাণের সময় উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেয়াল তৈরির প্রয়োজন দেখা দিলে ইসমাইল (আ.) একটি পাথর আনেন। এ পাথরে দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ.) দেয়াল নির্মাণ করেন। এটি কাবাঘরের পাশে আছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মস্থান

মক্কা আল মুকাররামা লাইব্রেরি হল সেই জায়গা যেখানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লাইব্রেরিটি মসজিদ আল-হারাম থেকে হাঁটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত।

আরাফাহ ময়দান

মক্কা থেকে ১৮ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত আরাফার বিস্তীর্ণ ময়দান। এ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় হজের মূল কার্যক্রম। আরাফার ময়দানে অবস্থানকে হজ্ব বলা হয়।

হাতিমে কাবা

কাবাঘরের পাশে ধনুকের মতো জায়গাটি হাতিমে কাবা। এ জায়গাটুকু কাবাঘরের অংশ ছিল। কুরাইশরা হালার অর্থ সংকটের কারণে এ জায়গাটুকু বাদ দিয়ে কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিল ।

হাজরে আসওয়াদ

কাবার কোণে লাগানো জান্নাতি পাথরের নাম 'আল হাজরুল আসওয়াদ'। বাংলায় বলা হয় কালো পাথর। তাওয়াফের সময় এই পাথরকে স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মুজদালিফা

৯ জিলহজ রাতে মুজদালিফায় অবস্থান করা হাজিদের জন্য আবশ্যক। এখানেই তারা এক আজান ও দুই ইকামতে সেদিনের মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করেন। এখান থেকেই কুড়িয়ে নেন জামারায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজনীয় কঙ্কর।

জমজম কূপ

শিশু ইসমাইল (আ.)-এর পায়ের আঘাতে তৈরি হওয়া পানির ফল্গুধারা ধীরে ধীরে জমজম কূপে রূপান্তরিত হয়। এ কূপ কাবাঘরের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

মসজিদে নামিরা

আরাফাহ ময়দানের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত মসজিদে নামিরা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ পালনের সময় এ মসজিদে নামাজের ইমামতি করেন।

মিনা প্রান্তর

মক্কা থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরের খোলা ময়দান হলো মিনা প্রান্তর। এখানে অবস্থানের মাধ্যমে হজের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানেই ইবরাহিম (আ.) তার প্রিয়পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানির উদ্দেশ্যে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন।

জাবালে সাওর

কাবা শরিফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক পাহাড় জাবালে সাওর। মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তিন দিন, তিন রাত কাটিয়েছেন।

জাবালে রহমত/ জাবালে আরাফা

আরাফার ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত জাবালে রহমত। এখানে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাহ দিবসের শেষ প্রহর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মোনাজাতে নিমগ্ন সময় কাটিয়েছেন।

মসজিদে খায়েফ

মসজিদে খায়েফ মিনায় অবস্থিত। এ মসজিদে ৭০ জন নবি নামাজ পড়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সফরে এখানে নামাজ আদায় করেন।

একাদশ অধ্যায়

মদীনায় দর্শনীয় স্থান

মসজিদে নববি

পৃথিবীতে মসজিদুল হারাম এর পরেই মসজিদে নববীর স্থান। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। তিনি নিজেও এর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনায় হিজরতের পর এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যেই সকল হাজিরা মসজিদে নববিতে এসে উপস্থিত হোন।

জান্নাতুল বাকি

মদিনা শহরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক কবর স্থান জান্নাতুল বাকি। এই কবরস্থান এর আরবি নাম মাকবারাতুল বাকি বা বাকিউল গারকাদ। এখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী, কন্যা আত্মীয় স্বজনসহ অনেক সাহাবির কবর রয়েছে।

আল গামামাহ মসজিদ

আল গামামাহ মসজিদ মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি বিজড়িত মদিনার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের রাজত্বকালে ৮৬ থেকে ৯৩ হিজরি মধ্যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

মসজিদে কুবা

মাসজিদে কুবা ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। মদিনার কুবা নামক গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে মসজিদে কুবার অবস্থান চতুর্থ। মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের মসজিদে আকসার পরেই মসজিদে কুবার অবস্থান। মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. এর মদিনা হিজরতের পর এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

মসজিদ আল কিবলাতাইন

ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদ আল কিবলাতাইন। মদিনায় অবস্থিত এই মসজিদটির সাথে জড়িয়ে আছে কুরআনের বিশেষ কিছু আয়াত নাজিলের ইতিহাস। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে যখন জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করতে থাকেন তখন কিবলা পরিবর্তন করার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আয়াত নাজিল হয়।

উহুদ পাহাড়

ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্যময় উহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যে পাহাড়ের ওপর সেই পাহাড়ই মূলত উহুদ পাহাড় নামে পরিচিত। মক্কার কুরাইশ বংশের এবং মদিনাবাসীর মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম শহিদ হয়েছিলেন। তাদের সকলের কবর এই উহুদের ময়দানেই অবস্থিত। হাজিগণ উহুদের যুদ্ধে শহিদ হওয়া সাহাবায়ে কেরামদের কবর জিয়ারত করতে উহুদ পাহাড়ে আসেন। উহুদ পাহাড়ের পেছনের দিকে আরেকটি ছোট পাহাড় আছে যার নাম লোকমুখে রুমার পাহাড় বলেই পরিচিত এর আসল নাম জাবালে রুমাত।

বাদশা ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স

পৃথিবীর সবথেকে জনপ্রিয় কোরআন প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান বাদশা ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স যা সৌদি আরবের মদিনা শহরে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর কমপক্ষে প্রায় ১ মিলিয়ন কপি কুরআন প্রিন্ট করে। আরবি ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মুদ্রণ করা হয় এই প্রিন্টিং কমপ্লেক্সে।

বদর প্রান্তর

মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে বদর প্রান্তরের অবস্থান। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে অবিশ্বাসী বাহিনীর সঙ্গে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর শত্রু বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার। এতে মুসলমানরা বিজয়ী হয়।

কাহফে খুজায়া

কাহফে খুজায়া একটি বিশেষ গুহা, এ গুহাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি দুঃসময়ের ঘটনার সাক্ষী। কাহফে খুজায়া গুহাটি মদিনা শহরে অবস্থিত। খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুহার ভেতরে আহত অবস্থায় এসে বিশ্রাম করেছিলেন।

মসজিদে জুমা

মদিনা শহরের মসজিদে কুবা থেকে ৯০০ মিটার উত্তরে আর মসজিদে নববীর ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মসজিদে জুমা অবস্থিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শহরে এসে প্রথম এখানে জুমুআর নামাজ আদায় করেছিলেন পরবর্তীতে এখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

ওয়াদিয়ে জ্বিন

ওয়াদিয়ে জ্বিন বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন উপত্যকা। মদিনা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে এই উপত্যকাটি অবস্থিত। এই উপত্যকার এক বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। সাধারণত কোনো ঢালু জায়গায় পানি ঢাললে তা স্বভাবতই ঢালের দিকেই নামবে।

কিন্তু ওয়াদি জ্বিন উপত্যকায় পানি ঢেলে দিলে তা ঢালের দিকে না গড়িয়ে উঁচু দিকে গড়িয়ে পড়ে।

আল শাজারাহ মসজিদ

মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে, ১২ কি.মি. দূরত্বে যুল হুলাইফাতে অবস্থিত মীকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা যাওয়ার পথে এ মসজিদে সালাত আদায় করতেন। এখানেই মাদিনাবাসীদের ইহরাম বাধতে হয়।

খন্দক

৫ হিজরি মুতাবেক ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয় খন্দক যুদ্ধ। এসময় ২৭দিন ধরে আরব ও ইহুদি গোত্রগুলি মদিনা অবরোধ করে রাখে। পারস্য থেকে আগত সাহাবি হযরত সালমান ফারসির পরামর্শে হযরত মুহাম্মদ সা. মদিনার চারপাশে পরিখা খননের নির্দেশ দেন। প্রাকৃতিকভাবে মদিনায় যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তার সাথে এই ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে আক্রমণকারীদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

মসজিদে বিলাল (রা.)

মুসলিম উম্মাহর মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় সাহাবি হযরত বেলাল (রা.)-এর নামে পবিত্র ভূমি মদিনা মুনওয়ারায় একটি মসজিদ রয়েছে। যা মসজিদে বেলাল (রা.) বা বেলাল মসজিদ নামে পরিচিত।

সালমান ফারসি রা.-এর বাগান

সালমান ফারসি রা এর দাসত্ত থেকে মুক্তির সৃতি বিজড়িত যে বাগানের কথা হাদিসে এসেছে, সে খেজুর বাগানটি এখনো রয়েছে বলে প্রচলিত আছে।

বিরে রুমা বা বিরে উসমান (রা.)

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উৎসাহের প্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রা.) কূপটি এক ইহুদির কাছ থেকে কিনে জন সাধারণের পানি খাওয়ার জন্য ওয়াকফ করে দেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

জানাযার সলাত

জানাযার সালাতের পদ্ধতি নিম্নরূপ

সর্বপ্রথম প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে জানাযার সালাতের নিয়ত করবেন।

অতঃপর ইমাম ১ম তাকবির দিলে অন্যান্য সালাতের মতই তার উভয় হাত কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলবেন। আর এর সাথে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিবেন। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবেন। অতঃপর 'আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' পড়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করবেন।

অতঃপর ইমাম দ্বিতীয় তাকবির দিলে বুকের উপর হাত রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করবে। দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবে।

অতঃপর ইমাম তৃতীয় তকবীর দিলে মাইয়্যেতের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দুআ করবে।

তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বা সবকটি দুআ পড়া যায়।

জানাযার ৩টি দু'আ নিম্নে দেওয়া হলো। একই জানাযায় একাধিক দু'আ পড়া উত্তম।

জানাযার দুআ-১

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার সালাত পড়াতেন তখন এই দু'আ পড়তেন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে তুমি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখো এবং যাকে তুমি মৃত্যু দিতে চাও তাকে তুমি ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দাও। আর আল্লাহ এই মায়্যিতের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত

কিছু সলফে সালেহীন শিশুদের জানাযায় নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً، وَسَلَفاً، وَأَجْراً

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও। (শরহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী বুখারী বিনা সনদে ফাতহুল বারী ৩/২৪২, নাইলুল আউতার ৪/৬৪)।

বি দ্র. মাইয়্যেত মহিলা হলে দুআর শব্দগুলিতে 'হু' সর্বনামের স্থলে 'হা' আবদ' এর স্থলে 'আমাহ' 'বিন' এর স্থলে 'বিনত', 'ফুলান' এর স্থলে 'ফুলানাহ', বাবহার করতে হবে। একাধিক মাইয়্যেত হলে ঐ শব্দগুলির বহুবচন ব্যবহারই ভাষার দাবী। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুআটির প্রয়োগ যথাবিহিত। ইবনে উছাইমীন ৫/৪১৪

অতঃপর ইমাম চতুর্থ তকবীর দিয়ে অন্যান্য সালাতে সালাম ফেরার মত ডাইনে ও বামে উভয় দিকে সালাম ফিরবে। অবশ্য এক দিকে (কেবল ডাইনে) সালাম ফেরাও যথেষ্ট। তখন মুক্তাদি ও ইমামের অনুকরণে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উমরাহ সফরের গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, পুণ্য এবং তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো। মক্কায় অবস্থানকালে আমল ও নেকীর কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগীতা করা উচিত। আর উমরাহ্ সফরে এমন সঙ্গীর সাথে থাকা ভালো যে নেক আমল করতে অগ্রগামী ও অন্যকে নেক আমলে উৎসাহিত করে। নেক আমলের প্রতিযোগীতাকে কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ফরজ সলাত

ফরজ সলাত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে তাকবীরে উলার সাথে নিয়মিত আদায় করতে হবে। সফরের কারণে, ঘুমের কারণে অথবা ছোট কোন অজুহাতে কোনোভাবেই জামায়াতে সলাত ত্যাগ করা যাবে না।

যায় তারা মসজিদে ঘোরাফেরা করে মানুষের কাছে ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এমন কাউকে পেলে যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন।

চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

অনেক সময় মাতাফে তাওয়াফের জায়গায় খেজুরের বিচি, তসবির পুথি, সেফটিপিন ইত্যাদি পরে থাকে যার মাধ্যমে তাওয়াফ কারীরা পায়ে কষ্ট পান। তাওয়াফের সময় এগুলো চোখে পড়লে কুড়িয়ে পকেটে নিয়ে রেখে পরবর্তীতে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উত্তম আমল ।

মিসওয়াক, ওযু ও সালাম চর্চা

প্রত্যেক ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। সর্বদা পাক পবিত্রতা অবলম্বনের জন্য ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা উত্তম। পরিচিত কি অপরিচিত সকলের সাথে বেশি বেশি সালাম আদান-প্রদান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

দৈনন্দিন দু'আ চর্চা

দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু সুন্নাহ আমল ও দুন্আ চর্চা শুরু করবেন। যেমন ঘুম থেকে উঠার পর দু'আ, বাথরুম প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, পানাহারের শুরু ও শেষে দু'আ পড়া, পোষাক পরিধানের দু'আ, ঘর থেকে বের হওয়া ও প্রবেশের সময় দু'আ, হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য দু'আ, ঘুমাতে যাওয়ার সময় দু'আ ইত্যাদি।

ইসলাহ ও তাবলীগ

আপনি দৈনন্দিন যে আমলগুলো করবেন তা অন্যদের শিক্ষা দিন। উদ্দেশ্য হবে আপনি কি আমল করেন তার প্রচার করা নয় বরং আপনি অন্যদের কোন আমলগুলো এখানে করলে বেশি সাওয়াব অর্জন করা যাবে সেই বিষয়ে তাগীদ দিবেন।

উমরাহ এর সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সফরের প্রতিটি দিন নয় বরং প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি মুহূর্তকে আমল উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মাত্র। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই নিজের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে আমলে সলেহ এর মধ্যে অতিবাহিত করতে চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি সফরের সাথী দেরকেও উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মক্কা-মদিনায় দোয়া কবুলের স্থান

বায়তুল্লাহ শরিফ দৃষ্টিগোচর হলে

আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ দেখে দোয়া করা। বায়তুল্লাহ শরিফ দেখামাত্র দোয়া করা। বর্ণিত আছে বায়তুল্লাহ শরিফ প্রথম নজরে আসার পরে যে দোয়া করা হবে তা কবুল হবে।

হারাম শরিফ

হারাম শরিফের সীমানা: বায়তুল্লাহর পশ্চিমে জেদ্দার পথে শুআইদিয়া পর্যন্ত ১০ মাইল, পূর্বে জেরুজালেমের পথে ৯ মাইল দক্ষিণে তায়েফের পথে ৭ মাইল এবং উত্তরে মদিনা শরিফের পথে ৫ মাইল।

মুলতাজাম

কাবা শরিফের দেয়ালের ছোট্ট একটি অংশের নাম। যা হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানে অবস্থিত। এটি দোয়া কবুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

হাতিম

কাবাঘর সংলগ্ন উত্তর দিকে অর্ধবৃত্তাকার দেয়ালঘেরা স্থান 'হাতিম' ও 'হুজ্জাতু ইসমাইল'। এই স্থানটুকু আগে কাবাঘরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়তের কিছুদিন আগে কাবাঘর সংস্কার করা হয়। এ সময় হালাল অর্থের অভাবে পূর্ণ কাবা নির্মাণ সম্ভব হয়নি বিধায় হাতিম অংশ বাদ রেখে নির্মাণ করা হয়েছে।

মিজাবে রহমত

কাবাঘরের ছাদের পানি পড়ার জন্য উত্তর পাশে হাতিমের ভেতরে মাঝখান বরাবর সোনার পরনালা হচ্ছে মিজাবে রহমত।

কাবা শরিফের রোকনসমূহ

কাবাঘরের প্রত্যেক কোণকে রোকন বলা হয়। কাবাঘরের উত্তরপূর্ব কোণকে বলা হয় রোকনে ইরাকি, উত্তর-পশ্চিম কোণকে বলা হয় রোকনে শামি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বলা হয় রোকনে ইয়ামানি।

হাজরে আসওয়াদ

কাবাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেয়ালে লাগানো জান্নাতি পাথর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উমরাহ সফরে প্রয়োজনীয় দু'আ

যাত্রার পূর্বে পড়ার দোয়া

সফরের আগে দোয়া করা ইসলামী আদবের একটি অংশ। নিচের দোয়াটি রাসুল (সা.) পাঠ করতেন:

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ: আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি; আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। (আবু দাউদ: ৫০৯৫)

বাহনে আরোহণের জন্য দোয়া

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِیْنَ ۙ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থ: মহান ও পবিত্র তিনি যিনি, এগুলোকে আমাদের (ব্যবহারের জন্য) বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা যুখরুফ : ১৪-১৩)

ভ্রমণকালে সাময়িকভাবে কোন স্থানে অবস্থানকালীন দু'আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহর রক্ষাকবচরূপ পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকূলের অমঙ্গল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুসলিম, হাদিস : ২৭০৮)

ইহরাম বাঁধার আগে দোয়া

ইহরাম বাঁধার আগে তাসবীহ, তাহলীল এবং তাকবীর পাঠ করা মুস্তাহাব:

سُبْحَانَ اللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ

অনুবাদ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)

উমরাহ্ এর নিয়তের পরের দুয়া

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ করতে চাই। দয়া করে এটি আমার জন্য সহজ করে দিন এবং ওমরাহ কবুল করুন। (মুসলিম ৩৭৬/১)